চুনতি রজনী চুনতি রজনী চুনতি রজনী চুনতি রজনী

চুনতি রজনী

বিচিত্র কাহিনী ২

২

মিল্লা জ্বীন

চুনতী।

মধ্যরাত।

হঠাৎ করে ঘুম ভেঙ্গে গেলে যা হয়, কিছু ঠাহর করতে পারছিনে। তবে কেন জানি মনে হচ্ছে আমার দু'তলার ছোট ঘরটিতে আমি ছাড়াও দ্বিতীয় কেউ একজন আছেন। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? শোবার আগে আমি নিজ হাতে দরজার খিল এটেছি। তবে কি অশরীরি কেউ ?

ইঁদুর মুখোর বিশাল হাতে লম্বা লম্বা সোনালী কেশ। আগুনের গোলার মত চোখ। ইলেকট্রিক পিলারের মত পা ফেলে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি হতবাক।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো নিরাপদ দূরত্বে এসে ভিতঘুটে মানবরুপী দাড়িয়ে পড়লো এবং অত্যন্ত আদরের সহিত নাকি সুরে উর্দুতে বলে উঠলো :

সেলাম সাব, ম্যায় মিল্লাজ্বীন। রাতারকুল সে আয়া। গুস্তামী পাপ চাহিয়া বিনা এ্যাপয়েন্টমেন্টস্ সে আয়া' তো ম্যায় ভি সমজদারহু, খুব সুরত সে আয়া। (বেটার খুব সুরত দেখে ভয়ের মধ্যেও আমার হাসি পাচ্ছে)

যাক, খুব সুরত জ্বীন আমাকে নাকি উর্দুতে যা বললো তার বাংলা অর্থ হচ্ছে - সে একশত বৎসর ধরে চুনতী ফরেষ্ট অফিসের পাশে রাতারকুল খাল এলাকায় বসবাস করে আসছে। তার যৌবনে হারানো সফেদা বেগম পরীকে কোন এক ধনী জ্বীন বিয়ে করে বাংলা মুল্লকের চট্টগ্রামের এই অংশে এনেছে বলে তার ধারনা।

বিশ্বাস আঁকড়ে আছে/ যদি কোন দিন দেখি তাকে/
বলিবো কত ভালবাসিতাম / আজো যে বাসি/
আমার কাছে এসেছে একটা গদ্য /
পদ্যের বায়নানামা করতে /
কথন শেষে মিল্লা জ্বীনের প্রস্থান......../
আবারো জানি শত বিরহ বেদনায় ..../